সংবাদ

তারিখ 17 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

বাঘায় তিন শিক্ষক দিয়ে চলছে ২ সর. প্রা. স্কুল!

প্রতিনিধি, রাজশাহী

রাজশাহী বাঘা উপজেলার পদ্মার চরাঞ্চলের পলাশি ফতেপুর ও আতারপাড়া এ দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪৩ জন। আর দুটি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৩ জন। এ দুটি স্কুলে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও আছেন মাত্র ৩ জন।

এই তিন শিক্ষক আবার ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে গিয়ে পাঠদান করান। ফলে বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার মান একেবারেই নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে পলাশি ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৮ জন। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন দুজন। আর আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫৫ জন শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র এক জন। স্কুল দুটিতে শিক্ষক সংকটে নিয়মিত ক্লাশ না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই স্কুলে যাচ্ছে না। প্রাথমিকেই ঝরে পড়ছে তারা।

পলাশি ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী চাঁচনী খাতুন, অমি খাতুন ও তামিম হোসেন সিল্কসিটি নিউজকে জানায়, তাদের শ্রেণিতে মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থী। আর চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমি খাতুন, অনিতা খাতুন, হৃদয় আহম্মেদ ও বন্যা খাতুন বলে, আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও স্যারদের জন্য সব ক্লাশ নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

ওই স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহুরুল ইসলাম জানান, বারবার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করার পরও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পৌনে চারশ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া করানো দুজন শিক্ষকের কাছে কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক খায়রুল বাশার বলেন, 'কি করবো? স্কুলে ৮ জন শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও আছি মাত্র তিন জন। এর মধ্যে এক জন পিটিআই প্রশিক্ষণে রয়েছেন। ফলে আমরা দুই জন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে।। তারপরেও চালিয়ে যাচ্ছি।' ওদিকে পদ্মার চরাঞ্চলের আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৫ জন। এখানে শিক্ষক বলতে শুধু ওই প্রধান শিক্ষকই! স্কুলটিতে শুন্য পদ রয়েছে তিনটি।

প্রধান শিক্ষক শহর আলী জানান, তিনি ২৫ কিলোমিটার দুর থেকে স্কুলে যান। তাকে একাই নিতে হয় পাঁচ শ্রেণির সব ক্লাশ! তাই প্রতিদিন সব শ্রেণির সব ক্লাশ নেওয়া সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, 'যতটুকু পারি ততটুকু ক্লাশ নেয়ার চেষ্টা করি। বারবার উপরে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা নেননা। কি করার আছে?'

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইয়াকুব আলী জানান, পদ্মার চরাঞ্চলে শিক্ষকরা থাকতে চান না। তাদের এসব স্কুলে নিয়োগ দেয়া হলেও পরবর্তীতে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের কাছে তদবির করে বদলি হয়ে অন্যাত্রে চলে যান। এ জন্য স্কুল দুটিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব তিনি স্কুল দুটিতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন বলেও জানিয়েছেন।